চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৪ ফেব্রুয়ারি'২০২৩খ্রি.

যানজট-জলজট নিরসন কাজ করছিঃ মেয়র

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়কে যানজট নিরসনের পাশাপাশি খাল খনন কার্যক্রমের মাধ্যমে জলজট নিরসনে চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রামবাসী দীর্ঘমেয়াদি সুফল ভোগ করবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার মেয়র ৬নং পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ডস্থ বহরদারবাড়ী হযরত আবিদ শাহ সড়ক, কাজী বাড়ী সড়ক এবং খরমপাড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার সাথে তাল মেলাতে হলে আমাদের উন্নত সড়কব্যবস্থা প্রয়োজন। এজন্য আমি সড়কের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট আছি। পাশাপাশি নতুন সড়কগুলো যাতে দৃষ্টিনন্দন হয় এবং সড়কগুলো যাতে পথচারীদের জন্যও সুবিধাজনক হয় সে বিষয়ে সজাগ আছি। এরই অংশ হিসেবে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে এই জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর উন্নয়ন কাজ করা হচ্ছে।

উদ্বেধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর এম আশরাফুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মনিরুল হুদা, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ফরহাদুল আলম, আবু ছিদ্দিক, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি হাজী সামশুল আলম, সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সেলিমউল্লাহ, এস এম আবুল কালাম, হুমায়ুন কবীর, কফিল উদ্দিন, মোহাম্মদ ইদ্রিছ, সাজ্জাদ আলী খাঁন বাহাদুর, হাসান মুরাদ ,মোঃ বেলাল, মোহাম্মদ নুর উদ্দীন, ইসমাঈল, নাছির উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার মফিজুর রহমান, মোঃ ইদ্রিস, ওয়ার্ড সচিব শাহ আলম, দেলোয়ার হোসেন বাঁচা, হারুনুর রশীদ বাপ্পী।

উদ্বোধনের পর মেয়র 'বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া-কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন'প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে চট্টগ্রামের নীচু এলাকাগুলোর মানুষেরা কষ্টে আছেন। অপরিকল্পিত নগরায়ন, নদী ও খাল দখল করে স্থাপনা নির্মাণ জলাবদ্ধতার মূল কারণ। বর্তমান খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পানি স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পাবে। ফলে ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতা সমস্যা থাকবেনা আবার বদ্ধ পানি না থাকায় মশার উপদ্রবও কমবে।

উন্নত মানুষ গড়তে চাই সংস্কৃতিচর্চা-মেয়র

সংস্কৃতিচর্চা মনুষত্বের বিকাশে সহায়ক আর তাই বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে সরকার কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। মঙ্গলবার পাহাড়তলী শেখ রাসেল পার্কে বোধন আবৃত্তি পরিষদ চট্টগ্রামের আয়োজনে বসন্ত উৎসবে মেয়র এ মন্তব্য করেন।

উৎসবের কথামালা পর্বে প্রধান অতিথি মেয়র বলেন, পশুর সন্তান পশু হলেও সব মানুষের সন্তান মানুষ হয়না। মানুষ সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠে। এজন্য আমাদের নিজস্ব বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে সরকার কাজ করছে। কেবল চট্টগ্রামের মেয়র হিসেবে নয়, একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতির জন্য কাজ করছি। অমর একুশে বইমেলার আয়োজন থেকে বসন্ত উৎসব-সংস্কৃতিচর্চার প্রতিটি কার্যক্রমে সংযুক্ত ছিলাম, আছি থাকব।

উৎসবে কবিতা আবৃত্তি করেন নগরপিতা। নাগরিকদের আহ্বান জানান বই পড়ার, সংস্কৃতিচর্চার আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।

অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের বংশীবাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রভাতি অধিবেশন। এরপর বোধন আবৃত্তি পরিষদ চট্টগ্রামের সভাপতি সোহেল আনোয়ারের একক আবৃত্তি পরিবেশনায় প্রকৃতিতে বসন্তের নানান রঙ আরো বর্ণিল হয়ে ওঠে। এরপর দলীয় সংগীতে বসন্তের দ্বার জাগ্রত করে সংগীতভবন, অভ্যুদয়, সুরপঞ্চম ও ধ্রুপদী সংগীত নিকেতন। দলীয় নৃত্যে ফাগুনের রঙিন ছন্দে আনন্দে দোলায়িত করে দ্যা স্কুল অব ক্লাসিকাল ডান্স, ওডিসি এন্ড ট্যাগোর ডান্স মুভমেন্ট সেন্টার, সুরাঙ্গন বিদ্যাপীঠ, নৃত্যরূপ একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা। প্রভাতি অধিবেশনে একক সংগীত পরিবেশন করেন

শিল্পী শ্রেয়সী রায়, সমরজিৎ রায়, রিষু তালুকদার, মাহবুবুর রহমান সাগর, সুপ্রিয়া শীল, সুব্রত ধর, রিমি সিনহা ও ঈশা দে। দলীয় আবৃত্তি পরিবেশন করে বোধন আবৃত্তি পরিষদ চট্টগ্রাম।
এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ, দৈনিক প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক প্রণব বল, বিডিনিউজ চট্টগ্রাম ব্যুরো ইনচার্জ মিন্টু চৌধুরী, সাংবাদিক ডেইজি মওদুদ, নাট্যজন শুভ্রা বিশ্বাস, মোঃ সাজ্জাদ, বোধনের সভাপতি সোহেল আনোয়ার, সহ-সভাপতি সুবর্ণা চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এস এম আবদুল আজিজ।

এসময় বক্তারা বলেন, বাঙালি যে উৎসবপ্রিয় তার প্রমাণ মিলেছে আজকের এ বসন্ত উৎসবে। আমরা আজ করোনাকে জয় করে পথে হাঁটছি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে আগামীতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।
বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের বিকালের অধিবেশন। এরপর যন্ত্রসংগীতে অংশ নেয় ভায়োলিনিস্ট চিটাগং। পরে কখনো সমবেত সংগীত, কখনো একক গানের পাশাপাশি, নাচ-গানে পুরো অনুষ্ঠান প্রাণময় হয়ে ওঠে বোধনের সদস্যদের রংখেলায়। এতে বাড়তি রসদ জুগিয়ে দেয় দীপক দাশের নেতৃত্বে ঢোলবাদকেরা। উৎসবে উপস্থাপনায় ছিলেন মৃন্ময় বিশ্বাস, অনুপম শীল, শ্রাবণী দাশ, শুভাগত বড়ুয়া, সাজ্জাদ হোসেন, অন্যান্য পাল, মৃণালিনী দেবী, শ্রাবণী বণিক, ইভান পাল, ফারজানা চৌধুরী, ইসমত ফারজানা।

বাংলাদেশের উন্নয়নেপাশে থাকবে ব্রিটিশ সরকার

বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার সবসময়েই পাশে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি দল।
মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলের সদস্য ব্রিটিশ হাইকমিশন ঢাকার সেকেন্ড সেক্রেটারি (পলিটিকাল) ডয়িইন আদেল-শিয়ানবোলা (উড়ুরহ অফবষব-ঝযরুধহনড়ষধ) এবং ব্রায়োনী কর (ইৎুড়হু ঈড়ৎৎ) এ মন্তব্য করেন।
প্রতিনিধি দল বলেন, স্বাধীনতার পরপরই ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে যা বাংলাদেশকে কমনওয়েলথভুক্ত হতে সহায়তা করে। এছাড়া সদ্যস্বাধীন দেশের অবকাঠামোগত ও মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছে ব্রিটিশ সরকার। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের উন্নয়নে বন্ধু হয়ে রইবে ব্রিটিশ সরকার।
চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেলে ব্রিটেনের হিথ্রো বিমানবন্দর হয়ে দেশে ফিরেন। প্রথম পশ্চিমা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পাশাপাশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্রিটিশ সরকার থেকে বঙ্গবন্ধু অব্যাহত সহযোগিতা পান।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমান মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিমের নেতৃত্বে চট্টগ্রামবাসীর ভাগ্য বদলে লড়ছে। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে চসিক যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে তার সুফল হবে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই।"
সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্তসচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের কারণে রাজাখালীর নুরজাহান বেকারীকে ৩০ হাজার জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর বাকলিয়া থানাধীন রাজাখালী এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারী পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করা দায়ে নুরজাহান বেকারীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অভিযানে বায়েজিদ বোস্তামী রোডের ফুটপাত দখল করে দোকানের মালামাল রাখা ও দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টির করার দায়ে ৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

বসন্ত উৎসবে বই উপহার দেয়ার আহ্বান জানান-কৃষ্ণ পদ রায়

চট্টগবসন্ত উৎসব ও ভালবাসা দিবসে বই উপহার দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণ পদ রায় বিপিএম,পিপিএম কারণ বই মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটায়। তিনি বলেন, বই পাঠ ছাড়া মানুষের মনোজগৎ আলোকিত হয়না। যে বই পড়েনা তার স্মরণ শক্তি, চিন্তা শক্তি কমে যায় মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ

ঘটেনা। বই নিজের জন্য পড়তে হবে। নিঃসঙ্গ লোকের বড় সঙ্গী হচ্ছে বই। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে হচ্ছে বই। বই মানুষকে সুনাগরিক হতে সহায়তা করে। বইমেলা একটি জাতির মনন চর্চার অসাধারণ দিক। আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত অমর একুশে বই মেলা মঞ্চে বসন্ত উৎসবের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন শাহ আলম নীপুর সভাপতিত্বে এতে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন চসিক প্যানেল মেয়র আফরোজা জহুর (কালাম)। আলোচনা করেন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন উপ-পুলিশ কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান, উপ- পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জয়নুল আবেদীন, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, মোহাম্মদ ইলিয়াস, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বই মেলা কমিটির আহবায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দীন আহমেদ মঞ্জু।

প্রধান আলোচক প্যানেল মেয়র আফরোজা জহুর (কালাম) বলেন, বসন্ত মানেই প্রাণ চঞ্চলতা। কচিপাতায় আলোর নাচন। আবার বাঙালি জীবনে বসন্ত যেন অধিকার আদায়ের আওয়াজ নিয়ে হাজির হয়। বসন্ত আর আন্দোলনও মিলেমিশে একাকার। বসন্তের আগমন বার্তা ১৯৫২ সালের সেই ফাল্গুন মনে করিয়ে দেয় যেদিন 'পিচঢালা রাজপথে লাল ফুল হয়ে' ভাষা শহীদেরা আত্মহুতি দিয়েছেন পাকিস্তানি শাসকদের গুলিতে। বসন্তেই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পথে নেমেছিল। বসন্ত মনে করিয়ে দেয় আশির দশকের স্বৈরাচার প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের রক্তের কথা।এই বসন্তেই ২০১৩ সালে এই প্রজন্ম জেগে উঠেছিল গণজাগরণে। যুদ্ধাপরাধের বিচার এই বাংলায় হতেই হবে দাবি নিয়ে আবারও এক হয়ে দেখিয়েছিল। তাই কেবল প্রকৃতি আর মনে নয়, বাঙালির জাতীয় ইতিহাসেও বসন্ত আসে বারবার। বেদনার ইতিহাস দিয়ে হলেও তা এখন উদযাপনে রূপ নিয়েছে। মানুষের ভালবাসার কথা শোনার ও বলার জন্য সারা বছর বরাদ্দ রাখলেও এই একটি দিনে সেই ভালোবাসার অনুভূতিকে উদযাপন করা যায়।বসন্ত উৎসব আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পেয়েছে। আমাদের দেশে যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে তারই চিত্র ধরা পড়ে বসন্ত উৎসবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮